মুজিবনগরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার রোধে আলোচনা সভা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার বিস্তারের প্রেক্ষাপটে মেহেরপুরের মুজিবনগরে এক গুরুত্বপূর্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৭ জুলাই (সোমবার) বেলা ১১:০০ টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা। এতে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “বর্তমান ডিজিটাল যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথ্য আদান-প্রদানের বড় মাধ্যম হলেও, কিছু অসাধু মহল এর অপব্যবহার করে সমাজে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। কোনো তথ্য যাচাই-বাছাই না করে শেয়ার করা বা গুজব ছড়ানো অপরাধের সামিল।”

তিনি আরও বলেন, “সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে বিভ্রান্তিকর তথ্যে কান না দেয়, সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে যেতে হবে।”

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তেমনি একটি চক্র সেখানে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে সমাজে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই ধরনের অপপ্রচার রোধ করতে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সুশীল সমাজকে সচেতন থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
সভায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে

দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) উত্তম কুমার দাশ,মেহেরপুর জেলা বিএনপি র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ,জামায়াত ইসলামের মুজিবনগর উপজেলা আমির খাঁনজাহান আলী, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা:হারিছুল আবিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবলের জেলা পর্যায়ের সমসূচি প্রকাশ

মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর, গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভা একাদশ নিয়ে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের সময়সূচি প্রকাশ করেছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন স্বাক্ষরিত সময়সূচিতে জানানো হয়েছে, ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর সদর বনাম মুজিবনগর উপজেলা, ৩১ জুলাই মেহেরপুর পৌরসভা বনাম গাংনী উপজেলার খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

দুটি খেলার বিজয়ী দল দুটিকে নিয়ে ১ আগষ্ট হবে ফাইনাল খেলা।

খেলা তিনটিই মেহেরপুর স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হবে বলে সময়সূচিতে জানানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্কুল কলেজে কমিটি না থাকায় শিক্ষা প্রশাসনে অচলাবস্থা

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডহক (অন্তর্বর্তীকালীন) পরিচালনা কমিটি অনুমোদন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় শিক্ষা প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এর ফলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেও বাস্তবে বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় দেখা দিয়েছে নানা জটিলতা। এতে একদিকে ইউএনওদের ওপর বাড়ছে অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ, অন্যদিকে প্রধান শিক্ষকরা পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডে নিয়ম অনুযায়ী আবেদন সাপেক্ষে বিদ্যালয়ের এডহক পরিচালনা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হলেও অজ্ঞাত কারণে যশোর শিক্ষা বোর্ডে দীর্ঘদিন ধরে এ প্রক্রিয়া কার্যত বন্ধ রয়েছে। ফলে বিদ্যালয় পরিচালনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সময়মতো নেওয়া যাচ্ছে না।

জানা গেছে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বর্তমানে ১,৮৭০টি স্বীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩১০টি স্বীকৃত কলেজ, ১২৭টি অস্থায়ী স্বীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭৪টি অস্থায়ী স্বীকৃত কলেজ রয়েছে। অর্থাৎ মোট ২,৩৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বোর্ডের আওতাভুক্ত। এসব প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশে নিয়মিত পরিচালনা কমিটি না থাকায় ইউএনওরা সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একটি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, আর্থিক সিদ্ধান্ত, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে পরিচালনা কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিয়মিত কমিটি না থাকায় এসব কার্যক্রমে দেখা দিচ্ছে দীর্ঘসূত্রতা।

একাধিক প্রধান শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, অনেক বিষয়ে সভাপতির অনুমোদন প্রয়োজন হলেও ইউএনওদের ব্যস্ততার কারণে সময়মতো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। এতে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও

অভিভাবকদেরও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

মেহেরপুরের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, তার স্কুল থেকে উপজেলা শহরের দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার। এত পথ পাড়ি দিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে গেলে দেখা যায়, তিনি কোনো একটি সরকারি মিটিংয়ে আছেন, নতুবা ছুটিতে রয়েছেন। এভাবে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। এতে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। তাই দ্রুত এডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়ার দাবি জানান।

মেহেরপুরের শিক্ষা অফিসার মো. আবদুর রাহীম জানান, একটি উপজেলার ইউএনওকে সরকারের অসংখ্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর পাশাপাশি কয়েক শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করা বাস্তবসম্মত নয়। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল দীর্ঘদিন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকে। একারণে শিক্ষা কার্যক্রম অনেকটা ব্যাহত হয়। বিধায় দ্রুত কমিটি দেওয়ার প্রয়োজন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেহেরপুরের এক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দুর্ভোগের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, সরকারি দাপ্তরিক কাজ, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, ভ্রাম্যমাণ আদালত, নির্বাচনসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা অত্যন্ত কঠিন। নিয়মিত পরিচালনা কমিটি থাকলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা আরও কার্যকর হতো।

এ বিষয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফারুখে আযম মো. আব্দুস সালামের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এডহক কমিটি অনুমোদনের বিষয়টি আপাতত বন্ধ রয়েছে। আশা করছি দ্রুত কমিটি দেওয়ার কাজ শুরু হবে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের দাবি, দ্রুত এডহক পরিচালনা কমিটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চালু করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক জটিলতা অনেকটাই দূর হবে। একই সঙ্গে ইউএনওদের অতিরিক্ত দায়িত্বও কমবে এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় গতি ফিরে আসবে।

অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের মতে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সক্রিয় ও কার্যকর পরিচালনা কমিটি অপরিহার্য। তাই শিক্ষার স্বার্থে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর এডহক কমিটি অনুমোদনের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা

করেছেন।

গাংনীতে এনসিপি নেতাদের ছবি সংবলিত কুশপুত্তলিকা উদ্ধার, পদযাত্রার আগে উত্তেজনা

মেহেরপুরের গাংনীতে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের ছবি ও বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত তিনটি কুশপুত্তলিকা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এনসিপির ঘোষিত ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচি শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে সোমবার ভোরে এগুলো উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার ভোরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, র্যাব ক্যাম্প এবং পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনের সড়কের পাশে ইন্টারনেটের তারে ঝুলন্ত অবস্থায় কুশপুত্তলিকাগুলো দেখতে পান স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেগুলো উদ্ধার করে।স্থানীয়দের ভাষ্য, খড় দিয়ে তৈরি কুশপুত্তলিকাগুলো সাদা কাপড়ে মোড়ানো ছিল এবং গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

প্রতিটির বুকে লাগানো পোস্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় তিন নেতার ছবি ছিল।পোস্টারে লেখা ছিল, “তরুণ সমাজকে ললিপপ ধরিয়ে দেশ নিল রসাতলে” এবং “এদের প্রতিহত করুন, এদের ঘৃণা করুন।”

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে কারা, কী উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে এসব কুশপুত্তলিকা ঝুলিয়ে রেখে গেছে, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “আতঙ্ক সৃষ্টি ও জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর

উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা এ কাজ করে থাকতে পারে। জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের জন্য পুলিশ কাজ শুরু করেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”উল্লেখ্য, এনসিপির ঘোষিত ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সোমবার বিকালে গাংনীতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাদের অংশগ্রহণে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে এ ধরনের কুশপুত্তলিকা উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ও নানা জল্পনা- কল্পনার জন্ম দিয়েছে।

গাংনীতে ভিবিডির উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি) গাংনী উপজেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা, ৪০০ পিচ গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা ইয়াসমিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (বাণিজ্যিক) ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব গনিউল আজম,

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রকিব, ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ খুলনা বিভাগের সহ-সভাপতি তানজিমুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সৈয়দ মাহফুজুর রহমান, এবং ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি জামিল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) শামিমা খাতুনসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ

ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, “আজকের একটি গাছ, আগামীর হাজারো প্রাণের নিঃশ্বাস। একটি চারা শুধু সবুজ নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নির্মল পরিবেশের অঙ্গীকার।” তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং একটি সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানান।

পরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং শিক্ষার্থী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির মোট ৪০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে রুকন (সদস্য) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ জুলাই) মেহেরপুর জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমীর মো. তাজউদ্দীন খান।

তিনি রুকনদের উদ্দেশে আদর্শিক চেতনা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম এবং জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর সোহেল রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. জাব্বারুল ইসলাম, উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন শাখার আমীরবৃন্দ এবং সংগঠনের রুকনরা।

সভাপতির বক্তব্যে সোহেল রানা বলেন, সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করতে রুকনদের ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি সংগঠনের আদর্শ বাস্তবায়ন এবং জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সবাইকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

কাল গাংনীতে আসছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মাসব্যাপী ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কাল সোমবার (২৭ জুলাই) মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেবেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব ও সংসদ সদস্য আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) ও সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ, জাতীয় নারী শক্তির সদস্য সচিব ও সংসদ সদস্য ড. মাহমুদা মিতু, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদের।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় নেতারা চুয়াডাঙ্গা থেকে গাংনীতে পৌঁছাবেন। এরপর গাংনী বাজার থেকে হাসপাতাল মোড় হয়ে পুনরায় গাংনী বাজার পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন। পদযাত্রা শেষে গাংনী বাজারে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টির গাংনী উপজেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হবে। পরে কেন্দ্রীয় নেতারা মেহেরপুর সদর উপজেলায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে অংশ নিতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

[redacted]; [redacted]

[redacted]

দাম দেওয়ার সময় ইচ্ছে করে দু-এক পয়সা কম দিতেন। বিক্রেতা তখন মূল সবজি ফেরত নিলেও তিনি হাসিমুখে বলতেন, ‘ফাও তো আমার প্রাপ্য, সেটা আর ফেরত দেব না।’ তাঁর এই কৃপণতার গল্প এখনও প্রবীণদের আড্ডায় ফিরে আসে।

অথচ এই মানুষটিই প্রতিবছর রথযাত্রার বড় একটি ব্যয়ভার বহন করতেন। ব্যক্তিগত জীবনের মিতব্যয়িতা আর জনকল্যাণে উদারতার এই বৈপরীত্য তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। রথযাত্রাকে ঘিরে নায়েববাড়ি প্রাঙ্গণে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত জমজমাট মেলা বসত। সেখানে মাটির খেলনা, কাঁচের চুড়ি, মিষ্টি, নাগরদোলা ও নানা ধরনের দোকানে মানুষের ভিড় লেগে থাকত। পরে মেলার স্থান পরিবর্তন হয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির এলাকায় চলে যায়।

আর ২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের হরিসভা মন্দির থেকে নিয়মিত রথযাত্রা বের হয়ে আসছে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও সময়ের সঙ্গে এর আয়োজনের ধরনে এসেছে পরিবর্তন। আমি নিজেই স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী সময় প্রায় প্রতি বছরই এই রথমেলায় উপস্থিত থাকার ভাগ্যবান একজন। তাই চোখের সামনে বদলে যেতে দেখা এই উৎসব শুধু ইতিহাস নয়, ব্যক্তিগত স্মৃতিরও অংশ।

মেহেরপুরের রথযাত্রার পূর্ণাঙ্গ লিখিত ইতিহাস এখনও সংরক্ষিত হয়নি। অথচ এটি কেবল একটি ধর্মীয় উৎসবের ইতিহাস নয়; এটি এই জনপদের সামাজিক সম্প্রীতি, লোকঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরও দলিল। প্রবীণদের স্মৃতিচারণ, পুরোনো আলোকচিত্র ও স্থানীয় নথি সংগ্রহ করে এই ইতিহাস সংরক্ষণ করা এখন সময়ের দাবি।

মেহেরপুর বরাবরই বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের জেলা। প্রবীণদের স্মৃতিচারণে উঠে আসে, রথযাত্রার দিনে শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই নয়, মুসলিম পরিবারও মেলায় অংশ নিত। কেউ দোকান দিতেন, কেউ নাগরদোলায় উঠতেন, কেউ আবার পরিচিতদের সঙ্গে রথ দেখতে আসতেন। এই সামাজিক মেলবন্ধনই রথযাত্রাকে কেবল ধর্মীয় উৎসবের সীমায় আটকে রাখেনি; বরং এটি ছিল জনপদের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আয়োজন। কেন হারিয়ে গেল সেই জৌলুস? এর একক কোনো কারণ নেই।

দেশভাগের পর জনসংখ্যার পরিবর্তন, গ্রাম থেকে শহরে মানুষের সরে আসা, ঐতিহ্যবাহী মেলার জায়গায় আধুনিক বিনোদনের বিস্তার, রথ নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি, দক্ষ কারিগরের সংকট এবং লোকঐতিহ্য

[illegible] [illegible] [illegible]Ñ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]Ñ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

পটল, কচু, চিচিঙ্গা, পেঁপে ও পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি দরে। ৫০ টাকার নিচে হাতে গোনা দু-একটি সবজি ছাড়া বাজারে তেমন কোনো সবজিই পাওয়া যাচ্ছে না।

বড় বাজারে কেনাকাটা করতে আসা রমজানুল করিম বলেন, “টানা বৃষ্টির পর প্রায় সব সবজির দাম বেড়েছে। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জন্য সংসারের বাজার করা কঠিন হয়ে পড়েছে।”

ক্রেতা রমজানুল করিম বলেন, “টানা বৃষ্টির পর বাজারে প্রতিটি সবজির দাম কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা বেড়ে গেছে। যে জেলায় এত সবজি উৎপাদন হয়, সেখানে হঠাৎ করে দাম এভাবে বেড়ে যাওয়ায় আমাদের মতো নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জন্য বাজার করা কঠিন হয়ে পড়েছে।”

মিয়ারুল সবজি ভান্ডারের ব্যবসায়ী সাজেদুর রহমান সাজু বলেন, “অতিরিক্ত বৃষ্টিতে মাঠের সবজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরবরাহ কম থাকায় পাইকারি বাজারেই দাম বেশি, যার প্রভাব খুচরা বাজারেও পড়েছে। মাটিতে থাকা সবজিগুলো অতিবৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে মোকামে চাহিদা অনুযায়ী সবজি উঠছে না। সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পাইকারি বাজারে দাম কমার সুযোগ নেই।”

খুচরা সবজি বিক্রেতা আলামিন হোসেন বলেন, “আমরা আড়ত থেকে চড়া দামে সবজি কিনে আনছি। তাই বাধ্য হয়েই বাড়তি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। আগে যেখানে দিনে ৩ থেকে ৪ মণ সবজি বিক্রি করতাম, এখন বেশি দামের কারণে মানুষ কেনাকাটা কমিয়ে দিয়েছে।

প্রতিদিন মাল বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকলে আরও লোকসান গুনতে হয়। ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাচায় চাষ করা সবজি ছাড়া বাজারে তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।”

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারের পাশাপাশি গাংনী ও মুজিবনগরের হাট-বাজারেও একই চিত্র দেখা গেছে। বৃষ্টিপাত ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে সবজি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সরবরাহ সংকট তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ক্রেতা-বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের ধারণা, আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে নতুন ফসল বাজারে না আসা পর্যন্ত মেহেরপুরের সবজির বাজারে এই চড়া দাম অব্যাহত থাকতে পারে।

মেহেরপুর তহ-বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, আবহাওয়া পরিবর্তন

[redacted]